শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক বার্তা

হাসান মামুন

হাসান মামুন

প্রকাশ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৮:৩৪

- অ +

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের ফল থেকে মাঠে থাকা দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দুই রকম বার্তা পাওয়ার কথা। আরও দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে অচিরেই। সেগুলোর ফলও একই প্রকৃতির হবে বলে ধারণা। এসব নির্বাচন থেকে বিশেষত পরাজিতদের শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নটিও এসেছে আলোচনায়। দুটি নির্বাচনে বিপুল বিজয় পাওয়া ইসলামী

ছাত্রশিবিরের মূল দল জামায়াতে ইসলামী স্বভাবতই উজ্জীবিত এখন। তবে তাদেরও চিন্তা করে দেখা উচিত, প্রধানত ‘নেতিবাচক ভোটে’ এমন বিজয় এসেছে কিনা।

দুই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নবগঠিত এনসিপি সমর্থিত বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদও (বাগছাস) অত্যন্ত হতাশাজনক ফল পেয়েছে। হল সংসদে তাদের সমর্থিতরা কিছু আসন পেলেও কেন্দ্রের ফল হতাশাজনক। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের একেকজন অগ্রনায়ক যে ভোট পেয়েছেন, তা অনেককে হতবাক করলেও এটাই সম্ভবত বাস্তবতা। বাগছাসের হতাশাজনক পারফরম্যান্সে মূল দলটিও নতুনতর সংকটে পড়বে। তাদের সামনে অতঃপর জাতীয় নির্বাচন। গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা ছাত্র-তরুণদের দলটি কেন খোদ শিক্ষাঙ্গনে এত খারাপ করল, তার কারণ অনুসন্ধানে সত্যনিষ্ঠ হওয়া এখন জরুরি। আত্মতুষ্টিমূলক ব্যাখ্যা তাদের যেটুকু সম্ভাবনা রয়েছে, সেটাও বিনষ্ট করতে পারে।

আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে আগামী নির্বাচনে বিএনপি সহজে জিতবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল; দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্র সংগঠনের পরাজয় নিয়েই অবশ্য বেশি আলোচনা হচ্ছে। জয়ের সম্ভাবনা কম থাকলেও তাদের এমন পরাজয় কেউ চিন্তা করতে পারেনি। জাতীয় নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে কিনা; পড়লে কতটা– এসব প্রশ্ন স্বভাবতই গুরুত্ব পাচ্ছে। অতীতে এ ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল, সেটাও স্মরণ করছে মানুষ। এ-ও বলা হচ্ছে, অতীতের মতো ঘটনা আর ঘটবে না। সমাজ ও রাজনীতির চিত্র বদলে যাওয়াই এর মূল কারণ বলে বর্ণিত হচ্ছে। পরিবর্তনের গতিও তীব্র। এতে ‘পুরোনো হিসাবনিকাশ’ বদলে যেতে দেখা যাচ্ছে। দুই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটের চিত্রেও সেটা নাকি বেশি করে প্রতিফলিত।

দেশে অবশ্য এখন অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেও শিক্ষার্থী কম নয়। এটাও অনস্বীকার্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তারা রেখেছে অসাধারণ ভূমিকা। সে ক্ষেত্রে ভেঙে পড়েছে তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে এ মুহূর্তে কেমন রায় দেবে তারা? এদের মধ্যে কিন্তু অনেক নতুন ভোটার। আগামী নির্বাচনে তারা নিজেরাই শুধু উৎসাহভরে ভোট দেবে না; অন্যদের প্রভাবিত করবে। দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তরুণ। হালনাগাদ

সম্পন্ন হলে দেখা যাবে, ভোটারদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক তরুণ কিংবা কাছাকাছি বয়সের। বিগত তিনটি নির্বাচন ঠিকমতো হয়নি বলে জানা যায়নি তাদের মনোভাব। এবার সেটা ভালোভাবেই প্রকাশ পাবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গত এক বছরেও বদলেছে অনেকের মনোভাব।

এর কিছুটা প্রকাশ ঘটত অন্তত সিটি করপোরেশনগুলোয় নির্বাচন হলে। সেটা হয়নি। জাতীয় নির্বাচনের আগে আর হবে বলেও মনে হয় না। এ অবস্থায় প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নির্বাচন হওয়ায় এর শিক্ষার্থীদের মনোভাবের একটা প্রকাশ অন্তত দেখা যাচ্ছে। এটা তাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যারা আসছে নির্বাচনে সহজেই জিতবে বলে প্রত্যাশা করছে। তাদের বয়ান নির্মাতারাও কিছুটা প্রমাদ গুনবে এতে। যে বয়ানে দুটি নির্বাচন লড়ে তারা পরাস্ত হলো, সেটি কি জাতীয় নির্বাচনে কার্যকর হবে? অনেকে এটাও বলছেন, ‘বয়ানবাজির যুগ’ গত হয়েছে। ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নতুন ধরন এবং তাদের কল্যাণে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু করার আন্তরিক চেষ্টাই নাকি এখন বড় বিষয়। আপনি যে ধারার লোক হোন না কেন, ‘সুশাসন’ দেবেন কিনা– সেটাই নাকি মুখ্য বিবেচনা।

সুশাসন দিতে না পারায় অন্তর্বর্তী সরকারও দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছে। তাদের সংস্কারের উদ্যোগে কত মানুষের আস্থা রয়েছে এখন, বিবেচনার বিষয়। জরিপ বলছে, নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণে বরং জোর দিচ্ছে মানুষ। স্থবির বেসরকারি খাতও নির্বাচনী রোডম্যাপের বাস্তবায়ন চায়। কিন্তু কতটা মানসম্পন্ন নির্বাচন এ সরকারের দ্বারা সম্ভব, সে আস্থা কমই রয়েছে। সেটা বাড়াতে দ্রুত কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে তাদের। আর নির্বাচনে যারা জিতবে বলে আশাবাদী, তাদেরও নিজ কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। বিগত শাসনামলে বহুমুখী অন্যায়-অনাচারের শিকার হওয়ার পর গণঅভ্যুত্থান-

পরবর্তীকালে তাদের একাংশও যদি ‘ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক মডেল’ অনুসরণ করে থাকে, তা মানুষ গ্রহণ করার কথা নয়। রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থান না হয়ে ক্ষমতার স্বাভাবিক হাতবদল হলেও মানুষ আশা করত কিছু পরিবর্তন। গণঅভ্যুত্থানের কারণে তার সে আশাবাদ এখন দ্বিগুণ। এর অমর্যাদা আসছে নির্বাচনে তাকে নেতিবাচক ভোটের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

গণঅভ্যুত্থানের পর তৃণমূল পর্যন্ত বিএনপি নেতাকর্মীদের একাংশ চাঁদাবাজিসহ অপরাধে মেতে ওঠার পর দলটি যে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, তা অবশ্য নয়। তবে এতে কী ফল মিলেছে, সেটা বিচার করে দেখছে মানুষ। অনেকে এমনও বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ছাত্রদল হেরেছে মূল সংগঠনের দুর্বৃত্তদের কারণে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যে ছাত্রলীগ হবে না– সেটা বিশ্বাস করার মতো কাজ ছাত্রদলও করতে পারেনি ক্যাম্পাসে। সাংগঠনিক দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ক্ষমতাপ্রত্যাশী দলটির অতি আত্মবিশ্বাস কাজ করেছে তাদের মধ্যে। তা সত্ত্বেও ছাত্রদল এতটা খারাপ হয়তো করত না জাতীয় পর্যায়ে মূল দলটি ইতিবাচক ভাবমূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারলে। প্রবাস থেকে দলের মূল নেতার অব্যাহত ইতিবাচক বক্তব্যও সেটি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

বয়স্ক ভোটারদের কথা আলাদা; তবে অল্পবয়সীরা আসছে নির্বাচনে ‘নতুন বিবেচনা’ থেকে অংশ নেবে বলে ধারণা। কী সেই বিবেচনা, তা জানতে চাওয়াটা জরুরি। রাজনৈতিক আদর্শের বিবেচনা আগের মতো কাজ করবে না, এটা ধরে নিয়েই এগোতে হবে। সুশাসন ও সমৃদ্ধির বিবেচনা অনেক বেশি কার্যকর হবে ভোটারের মনস্তত্ত্বে। নতুন কর্মসংস্থান বড় এজেন্ডা এখন। সরকারি চাকরিতে অন্যায্য কোটার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত হলেও এর পর কর্মসংস্থান পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। এ অবস্থায় নিজে থেকে খেটে খাচ্ছে যারা, তাদের ওপরেও অব্যাহতভাবে চলছে চাঁদাবাজি। নতুন এক গোষ্ঠী কেবল প্রতিস্থাপন করেছে অন্যদের। দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটির ভাবমূর্তি ধসিয়ে দিয়েছে তারা অল্পদিনেই। অনেক ক্ষেত্রে তাই এমন আওয়াজ উঠছে, ‘অপরীক্ষিত’ নতুন কোনো দলকে ক্ষমতায় বসাতে তাহলে অসুবিধা কোথায়?

‘পিকনিক’ মুডে থাকার সুযোগ নেই। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মতো ঘটনা জাতীয় পর্যায়ে ঘটার হুবহু বাস্তবতা অবশ্য নেই। এ ক্ষেত্রে জাতীয়, আন্তর্জাতিক উপাদানও বড় ভূমিকা রাখবে। তবে ভোটাররা হলো নির্বাচনের প্রধান অংশীজন। তাদের মধ্যে বিশেষত তরুণরা কী করবে, কেউ জানে না। জরিপকারীদের কাছেও মনের কথা হয়তো বলবে না তারা। তাদের দ্বারা অন্যেরা প্রভাবিত হবে বেশি। সামাজিক মাধ্যমে তাদের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাছে ‘সুশাসনের গল্প’ যারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে, তারা এগিয়ে থাকবে নিশ্চয়। নির্বাচনের আরও প্রায় পাঁচ মাস বাকি। নিজ নিজ ভাবমূর্তি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য সময়টা কম নয়; আবার বেশিও নয়।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক